আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন

জেলা: খুলনা

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : ১৫ নভেম্বর, ২০২০ বুলেটিন নং ১৯৮	১৫ নভেম্বর, ২০২০ হতে ১৯ নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি (১১ নভেম্বর হতে ১৪ নভেম্বর, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত)

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	১১ নভেম্বর	১২ নভেম্বর	১৩ নভেম্বর	১৪ নভেম্বর	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩৪.০	৩২.০	৩২.৫	৩২.২	৩২.০-৩৪.০
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২১.৮	২০.৫	২২.৬	২০.০	২০.০-২২.৬
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৩১.০-৯৬.০	৫৩.০-৯৩.০	৪৯.০-৯৮.০	৩৯.০-৯৫.০	৩১-৯৮
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০
মেঘের পরিমান (অক্টা)	২	৩	১	০	০-৩
বাতাসের দিক	উত্তর / উত্তর -পশ্চিম	উত্তর / উত্তর -পশ্চিম	উত্তর / উত্তর -পশ্চিম	উত্তর / উত্তর -পশ্চিম	উত্তর / উত্তর -পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
১৫ নভেম্বর, ২০২০ হতে ১৯ নভেম্বর, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৯.৭-৩০.৭
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৬.৫-১৮.০
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৫১.০-৮৩.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১.৮-২.৬
মেঘের অবস্থা	পরিষ্কার আকাশ
বাতাসের দিক	উত্তর / উত্তর -পশ্চিম

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ ও এর প্রার্দুভাব নিয়ন্ত্রণে কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বিশেষ পরামর্শ: পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং অন্যান্য কৃষিকাজ করার সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন ও সামাজিক দূরত্ব (পরস্পরের মধ্যে কমপক্ষে ৩ফুট দূরত্ব) বজায় রাখুন। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঝুঁকি হ্রাসে সকলে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা গুলো অনুসরণ করুন।

মুখ্য আবহাওয়া পরিস্থিতি ও পূর্বাভাস

লঘুচাপের বর্ধিতাংশ উত্তরপূর্ব বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে ।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ জেলার আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। শেষ রাত থেকে ভোর পরন্ত দেশের নদী অববাহিকার কোথাও কোথাও হালকা কুয়াশা পড়তে পারে। রাতের এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় আবহাওয়ার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নেই।

বিস্তারিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ নীচে দেওয়া হলো।

আমন ধান:

থোড় থেকে পরিপক্ক পর্যায়:

- সেচ দিন। জমিতে প্রয়োজনীয় পানির স্তর বজায় রাখুন।
- নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়াতে ধানে বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। লক্ষণ দেখা দিলে ১২৫ মিলি ইমিডাক্লোপ্রিড/হেক্টর প্রয়োগ করুন।
- এসময় ধান গাছে মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। পোকা নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রতি হেক্টর জমিতে ১.৪ কেজি কার্টাপ অথবা ৭৫ গ্রাম থায়ামেথোক্সাম+ ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল প্রয়োগ করুন।
- গান্ধীপোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি হেক্টর জমিতে ১.৭ কেজি কার্বারিল অথবা ১.১২ কেজি আইসোপ্রোকার্ব /এমআইপিসি প্রয়োগ করুন।
- পাতামোড়ানো পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে প্রতি হেক্টর জমিতে ১.৭ কেজি কার্বারিল অথবা ১.১২ কেজি আইসোপ্রোকার্ব /এমআইপিসি প্রয়োগ করুন।
- সবুজ পাতা ফড়িং এর আক্রসণ নিয়ন্ত্রণে হাতজাল দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলুন। আক্রমণ বেশী হলে হেক্টর প্রতি ১.৭ কেজি কার্বারিল অথবা ১.১২ কেজি প্রয়োগ করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়াতে বিভিন্ন ধরনের পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- এসময় ধানে খোলপোড়া রোগের প্রার্দুভাব দেখা দিতে পারে। রোগ নিয়ন্ত্রণে ফলিকুর/নেটিভো/স্কোর অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়। পর্যায়ক্রমে ভেজা ও শুকনো পদ্ধতিতে সেচ ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
- ধানে ব্যাকটেরিয়া জনিত পাতা পোড়া রোগ দেখা দিতে পারে। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ৬০ গ্রাম এমওপি, ৬০ গ্রাম থিওভিট ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫শতাংশ জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। থোড় বের হওয়ার আগে রোগ দেখা দিলে বিঘা প্রতি ৫কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- বর্তমান আবহাওয়াতে ব্লাস্ট রোগ দেখা দিতে পারে। এ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি বিঘা জমিতে ট্রাইসাইক্লাজল/ট্রবিন গ্রুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ৬৭ লিটার পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে শেষ বিকালে ৫-৭ দিন অন্তর দু'বার স্প্রে করতে হবে।রোগ দেখা দিলে জমিতে পানি ধরে রাখতে হবে। পাতা ব্লাষ্ট রোগের জন্য রোগের প্রাথমিক অবস্থায় এবং শীষ ব্লাস্ট রোগ দমনের জন্য রোগ হওয়ার আগেই ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

- ফসল সংগ্রহের ১৫দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করুন।
- ফসল ৮০% পরিপক্ক হলে রৌদ্রজ্জল দিনে সংগ্রহ করুন।

সবজি:

- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।
- বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিলে কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব । একান্ত প্রয়োজনে কেবলমাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিস্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করুন।
- কুমড়া জাতীয় সবজিতে মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার করুন। আলফা সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের বালাইনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- লতা জাতীয় পাউডারী মিলডিউ দেখা দিলে হেক্সাকোনাজল অথবা মেনকোজেব অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করুন।
- শিম ও বাধাঁকপিতে জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- ফল বাগানের আন্ত:পরিচর্যা করুন।
- কলা গাছের পাতায় সিগাটোকা রোগের লক্ষণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ০.৫মিলি স্কোর অথবা ২গ্রাম নোইন বা ব্যাভিষ্টিন অথবা ০.১ মিলি একোনাজল /ফলিকোর মিশিয়ে ১৫-২০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- কলায় বিটল পোকার আক্রমণ দেখা দিলে আইসোপ্রোকার্ব (এমআইপিসি) গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- নারিকেলের মাকড় দমনের জন্য আক্রান্ত গাছের কচি ডাব কেটে পুড়িয়ে ফেলে গাছে মাকড়নাশক প্রয়োগ করতে হবে। এর সাথে আশেপাশের কম বয়সী গাছের কচি পাতাতেও মাকড়নাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- পেয়ারায় মিলিবাগের আক্রমণ হলে অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক ব্যবহার করুন। প্রতি লিটার পানিতে ৫গ্রাম হারে গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করেও এ পোকা দমন করা যায়।
- পেয়ারায় ফলের মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- কচি ফল গাছে সেচ প্রদান করুন।

গবাদি পশু:

- রোগ প্রতিরোধে সুস্থ গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা প্রদান করুন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী:

- হাসঁ-মুরগীকে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত টীকা প্রদান করুন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

মৎস্য:

- পুকুরের পানি পরিষ্কার করার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী ক্যালসিয়াম কার্বনেট অথবা চুন প্রয়োগ করুন।
- যেকোন প্রয়োজনে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।